


দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন (Long-term Financing)



ভূমিকা

অর্থায়নের সাথে সময়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমরা যখন কোন অর্থায়নের কথা বলি তখন যে বিষয়টি কথা চলে আসে তা হল মেয়াদকাল। মেয়াদের উপর ভিত্তি করে অর্থায়নের উৎসকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিন উপায়ে ভাগে ভাগ করা যায়। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ হচ্ছে ৫ বছরের অধিক। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি উৎসের তুলনায় বেশি হয় কারণ এই তহবিল স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: ভূমি, দালানকোঠা, কলকজা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ তহবিল নানা উৎস থেকে জোগাড় করা যায়। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ঋণপত্র, ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদের অর্থায়নের উৎস। উৎসের খরচ ও যথাযথ ব্যবহারের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া স্বল্প ও মধ্য মেয়াদের অর্থায়নের বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের তারুল্যের সাথে জড়িত। এ ইউনিটে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থায়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাহলে আসুন ইউনিটটি শেষ করি এবং দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিই।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
--	---------------------	---------------------------------------

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৬.১	: দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন - বন্ড ও স্টক
পাঠ-৬.২	: শেয়ার বাজার এবং স্পর্শকাতরবিষয়সমূহ, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ণায়ক

মুখ্য শব্দ	দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, বন্ড, স্টক, শেয়ার বাজার, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।
------------	--

পাঠ-৬.১

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন - বন্ড (Bond) ও স্টক (Stock)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন্ডের ধারণা ও ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন্ডের বৈশিষ্ট্য সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন্ডের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন্ডের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও বন্ড হতে প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্টকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্টক ইস্যু করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- অগ্রাধিকার স্টকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন

ধরুন একটি প্রকল্পে অর্থায়ন করবেন। এর জীবনকাল ১০ বছর। দশ বছর অবশ্যই দীর্ঘকাল হিসেবে ধরা হবে। তাই অর্থায়নের বিষয়টিও হবে দীর্ঘমেয়াদ। ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের অর্থায়নে ঝুঁকি বেশি। তাই এর খরচ বেশী হয়।

এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎসগুলোর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের তহবিলের পরিমাণ সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের তুলনায় বড় হয়, ফলে এই তহবিল বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: ভূমি, দালানকোঠা, কলকজা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি তহবিল ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হলে মালিকের তহবিল হিসাবে বিবেচিত হয়।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বিষয়টি জানা হলো। এবার আসুন, কী ধরনের প্রক্রিয়া বা দলিল (instrument) ব্যবহার করে তা নিয়ে আলোচনা করি।

বন্ড (Bond)

বন্ড এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল যা বিক্রি করে কোম্পানি তহবিল সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি বন্ডের একটি লিখিত মূল্য থাকে এবং এর মালিক কোম্পানির পাওনাদার। কোম্পানি বন্ডের লিখিত মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। সুতরাং বন্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দলিল দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের জন্য ইস্যু করা হয়। বন্ড দীর্ঘমেয়াদি সনের দলিল হওয়া এর জন্য একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট প্রয়োজন। আমাদের দেশে শেয়ার বাজার শক্তিশালী হলেও বন্ড বাজার শক্তিশালী নয়।

বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ

যেসব প্রতিষ্ঠান বন্ড ইস্যু করে তাদেরকে বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বলে। বাংলাদেশে বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ হলো সরকারে পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন কোম্পানি। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন কোম্পানি বন্ড ইস্যু করে। সরকার যে বন্ড ইস্যু করে তাকে ট্রেজারি বন্ড বলে। যেহেতু সরকার এটিকে ইস্যু করে তাই। কারণ সরকার ও গ্যারান্টি দেয়। যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর ও ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে। কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কর্পোরেট বন্ড বলা হয়।

১. ট্রেজারি বন্ডের ইন্ড (প্রাপ্তি) অন্যান্য বন্ডের তুলনায় কম হয়। কারণ এটি ঝুঁকি মুক্ত। যেহেতু ঝুঁকি মুক্ত তাই এতে সুদের হার সবচেয়ে কম। তবে সুদের হার বেড়ে গেলে বা কমে গেলে বন্ড বাজারে এর দামের তারতম্য হবে।
২. বৃহৎ কোম্পানি তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করলে তাকে সিনিয়র সিকিউরিটি বলে। কারণ কোম্পানির বিলোপসাধনের সময়। প্রথমে বন্ডহোল্ডারদের দাবি পরিশোধ করতে হয়। এরপর অন্যান্য দাবী মেটানো হয়।

বন্ডের বৈশিষ্ট্য

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল। বন্ড হোল্ডার ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের পাওনাদার। নিচে এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:

১. **সুদের হার:** বন্ডের আংশিক মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে যে সুদ প্রদান করা হয় তাকে কুপন রেট বা চুক্তিবদ্ধ সুদের হার বলে। এই সুদের হার পরিবর্তন হয় না। মনে করুন, একটি বন্ডের আংশিক মূল্য ১০০০ টাকা এবং কুপন সুদের হার ১০%। বন্ডের মেয়াদ পর্যন্ত প্রতিবছর সুদ দিতে হবে $(১০০০ \times ১০\%)$ বা ১০০ টাকা। যেহেতু সুদের হার পরিবর্তন নেই, সেহেতু বাজারে সুদের হার কমে গেলে বন্ডের দাম বেড়ে যায়। আবার বাজারে সুদের হার বেড়ে গেলে বন্ডের দাম বেড়ে যায়।
২. **মেয়াদপূর্তি :** বন্ড একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইস্যু করা হয়। মেয়াদ শেষ হলে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সুদসহ এর হোল্ডারকে অর্থ ফেরত দিবে। ধরুন, আপনি ১০% বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ট্রেজারি বিল ক্রয় করলেন। অতএব বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ বছর পর এ বিলটির টাকা সুদসহ ফেরত দিবে।
৩. **পরিশোধ:** বেশিরভাগ বন্ড পরিশোধযোগ্য। মেয়াদপূর্তিতে বন্ডের লিখিত মূল্য পরিশোধ করতে হয়। মেয়াদ শেষে বন্ডসমূহকে দু'ভাবে পরিশোধ করা যায়।
৪. **একক মূল্য:** প্রতিটি বন্ডের লিখিত মূল্যকে একক মূল্য বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশে ৫০০০ টাকা একক মূল্যে বন্ড বাজারে ইস্যু করা হয়।
৫. **পুনঃক্রয় বা কল প্রভিশন:** বন্ড একটি নির্ধারিত বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা যায়। আবার ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তা আবার নিজেই ক্রয় করতে পারে। আর কল প্রভিশন বলতে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কোম্পানি কর্তৃক বন্ড ক্রয় করাকে বুঝায়। আর যে দামে বন্ডের মূল্য পরিশোধ করা হয় তাকে তলব মূল্য বলে। তলব মূল্য বন্ডের লিখিত মূল্য হতে বেশি বা কম হতে পারে। লিখিত মূল্য হল বন্ডের আসল দাম যদি তলব মূল্য আসল মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাকে কল প্রিমিয়াম বলে। বন্ড আবার বাট্রায় বিক্রয় হতে পারে। যেমন- একটি বন্ডের লিখিত মূল্য ২০০০ টাকা, তলব মূল্য ২০০৫ টাকা তাহলে কল প্রিমিয়াম হবে ৫ টাকা।

বন্ডের শ্রেণিবিভাগ

ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বন্ডকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **ট্রেজারি বন্ড:** সরকার দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের জন্য বন্ড ইস্যু করে। এ বন্ডকে ট্রেজারি বন্ড বলে। একটি ঝুঁকি মুক্ত। যেমন: সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ বছর ও ১৫ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে থাকে।
২. **কর্পোরেট বন্ড:** কোম্পানি বন্ড ইস্যু করলে তাকে কর্পোরেট বন্ড বলা হয়। বৃহৎ কোম্পানি এ বন্ড ইস্যু করে। এ ছাড়া সিটি কর্পোরেশন দীর্ঘ মেয়াদে অর্থায়নের জন্য ইস্যু করতে পারে। এটা অনেকটা সরকারী বন্ডের কাছাকাছি।
৩. **বৈদেশিক বন্ড:** কোন প্রতিষ্ঠিত বহুজাতিক কোম্পানি অর্থায়নের জন্য অন্য দেশে বণ্ড বিক্রয় করতে পারে। এ বন্ডকে বৈদেশিক বন্ড বলে। এছাড়াও মুদ্রা বা বৈদেশিক বিনিময় হার উঠা নামার ঝুঁকিও রয়েছে।

৪. **জামানতবিহীন বন্ড:** জামানতবিহীন বন্ডকে ডিবেঞ্চর বলা হয়। তালিকাভুক্ত বড় কোম্পানি আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং যাদের ক্রেডিট রেটিং অনেক ভাল তারাই ডিবেঞ্চর ইস্যু করতে পারে। এ সকল কোম্পানিকে সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমতি প্রয়োজন রয়েছে।
৫. **বন্ধকী বন্ড:** বন্ডের বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি যেমন- আর্থিক সম্পত্তি এবং স্থায়ী সম্পত্তি জামানত হিসেবে বন্ধক রেখে বন্ড ইস্যু করা হলে তাকে বন্ধকী বন্ড বলে। এ ধরনের জামানতকে স্থায়ী চার্জ হিসাবে গণ্য করা হয়।
৬. **আয় বন্ড:** যে বন্ডের সুদ প্রদান নির্ভর করে বন্ড ইস্যুকারী কোম্পানির অর্জিত লাভের উপর তাকে আয় বন্ড বলে। এ ধরনের বন্ড প্রচলিত বন্ডের মতই। কোম্পানির আয় পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় তাহলে বন্ডের উপর সুদ প্রদান করা হয়। আর যদি কোম্পানি মুনাফা অর্জন করতে না পারে তাহলে কোম্পানিকে ঐ বন্ডের সুদ প্রদান করতে হবে না।
৬. **বাহকবন্ড:** এ ধরনের বন্ড যে কোন সময় হস্তান্তর করা যায়। এ ধরনের বন্ডের সঙ্গে বিশেষ কুপন লাগানো থাকে এবং কুপনে নির্দিষ্ট কোন তারিখে কত সুদ পরিশোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। এ কারণে বাহক বন্ডকে কুপন বন্ড নামেও অভিহিত করা হয়।
৭. **জিরো কুপন বন্ড:** যে বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ডহোল্ডারকে কোন প্রকার সুদ প্রদান করা হয় না তাকে জিরো কুপন বন্ড বলে। এ ধরনের বন্ড লিখিত মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রয় করা হয় এবং মেয়াদপূর্তিতে বন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বন্ডহোল্ডারের কাছ থেকে এটি পুনঃক্রয় করেন। বিনিয়োগকারীর লাভ বলতে বন্ডের সমমূল্য হতে ক্রয় মূল্য বাদ দেয়ার পর যা থাকে তাকে বুঝায়।
৮. **পরিবর্তনশীল সুদযুক্ত বন্ড:** বন্ডের সুদ সর্বদা স্থির থাকবে এমন নয়। সুদের হার পরিবর্তন হতে পারে। যেসব বন্ডের সুদের হার বা কুপন রেট নির্দিষ্ট সময় অন্তর ৩ মাস বা ৬ মাস বা ১ বছর) সমন্বয় করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল সুদযুক্ত বন্ড বলে। অর্থনীতিতে সুদের হারের পরিবর্তনের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুদের হার সমন্বয় করা হয়ে থাকে। যখন ভবিষ্যৎ মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার অনিশ্চিত। বিরাজ করে তখন এ ধরনের বন্ড জনপ্রিয় হয়।
৯. **পুট বন্ড:** এ ধরনের বন্ডের মালিক বন্ডটি ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সমমূল্যে বিক্রয় করে টাকা ফেরৎ পাওয়ার অধিকার পায়।
১০. **রূপান্তরযোগ্য বন্ড:** অনেক সময় বন্ড শেয়ারে পরিবর্তন করা হয়। যদি কোন বন্ডকে মালিক তার প্রয়োজনে বা নিজ ইচ্ছায় কোম্পানির সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে এ ধরনের বন্ডকে রূপান্তরযোগ্য বন্ড বলে।

বন্ডের মূল্য নির্ধারণ

বন্ডের মূল্য বলতে বন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্তমান সময় হতে মেয়াদপূর্তি সময় পর্যন্ত প্রদত্ত সুদ এবং পরিশোধযোগ্য মূল্যের বর্তমান মূল্যকে বুঝায়। এবার আসুন এ বিষয়টি গাণিতিকভাবে সমাধান করি।

সূত্র ১:

$$Vd = \left[\frac{1_1}{(1+rd)^1} + \frac{1_2}{(1+rd)^2} + \dots + \frac{1_n}{(1+rd)^n} + \frac{MV}{(1+rd)^n} \right]$$

$$= \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+rd)^n}}{rd} \right] + \frac{MV}{(1+rd)^n}$$

এখানে, 1 = বার্ষিক সুদের পরিমাণ

rd = বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার

n = বন্ডের মেয়াদ

MV = বন্ডের পরিপক্ক মূল্য

V_d = বন্ডের বর্তমান মূল্য

উদাহরণ ১: একটি কোম্পানি ১০ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যু করেছে যার লিখিত মূল্য ছিল ১০০০ টাকা এবং কুপন হার ১০%। বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার ১০% হয়, তাহলে বন্ডের মূল্য কত?

এখানে,

বন্ডের লিখিত মূল্য (M) = ১০০০ টাকা

কুপন রেট = ১২%

বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার (rd) = ১৫%

বার্ষিক সুদের পরিমাণ (I) = $১০০০ \times ১২\% = ১২০$ টাকা

বন্ডের মেয়াদ (n) = ১০ বছর

অতএব, বন্ডের বর্তমান মূল্য, V_d = কত

সূত্রে মান বসিয়ে,

$$V_d = \left[\frac{1 - \frac{1}{(1 + rd)^a}}{rd} \right] + \frac{MV}{(1 + rd)^a}$$

$$= \left[\frac{1 - \frac{1}{(1 + 0.15)^{10}}}{0.15} \right] + \frac{1000}{(1 + 0.15)^{10}}$$

চিরস্থায়ী বন্ডের মূল্য $V_d = \frac{১২০}{০.১৫} = ৮০০$ টাকা

জিরো কুপন বন্ডের মূল্যায়ন

এ ধরনের বন্ড বাট্টায় বিক্রয় করা হয় এবং মেয়াদপূর্তিতে বন্ডহোল্ডারকে বন্ডের লিখিত মূল্য পরিশোধ করা হয়।

সূত্র ২: জিরো কুপন বন্ডের বর্তমান মূল্য, $V_d = \frac{MV}{(1 + rd)^n}$

এখানে

MV = বন্ডের মেয়াদ পূর্তি মূল্য

rd = বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার

n = মেয়াদকাল

উদাহরণ ২: একটি কোম্পানি প্রতিটি ২০০০ টাকা মূল্যের ৭ বছর মেয়াদি জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করল। প্রয়োজনীয় আয়ের হার ১০%। জিরো কুপন বন্ডের মূল্য কত হবে?

সমাধান:

$$\text{জিরো কুপন বন্ডের বর্তমান মূল্য, } V_d = \frac{MV}{(1 + rd)^n}$$

এখানে,

বন্ডের লিখিত মূল্য (MV) = ২০০০ টাকা

মেয়াদকাল (n) = ১০ বছর

বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার (kd) = ১০%

অতএব, জিরো কুপন বন্ডের বর্তমান মূল্য, Va = কত?

সূত্রে মান বসিয়ে

$$\text{জিরো কুপন বন্ডের বর্তমান মূল্য } Vd = \frac{২০০০}{(১ + .১০)^১} = ১০২৬.৩২ \text{ টাকা}$$

কোন বিনিয়োগকারী বর্তমানে ১০২৬.৩২ টাকায় জিরো কুপন বন্ড ক্রয় করলে ৭ বছর পরে পাবে ২০০০ টাকা।

বন্ড হতে প্রাপ্তি

এখানে ইংরেজি (Yield) শব্দের অর্থকে প্রাপ্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বন্ড বর্তমান বাজার মূল্যে ক্রয় করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরে রাখলে তা হতে প্রত্যাশিত আয়ের হারকে বন্ড হতে প্রাপ্তি বলা হয়। বন্ড হতে প্রাপ্তি পরিমাপ করার দুইটি পদ্ধতি রয়েছে; যেমন-

১. মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের আয় হার
২. ইন্ড টু কল

১. মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের আয় হার: একজন বন্ড হোল্ডার কোন বন্ড একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করে মেয়াদকাল পর্যন্ত ধরে রাখার ফলে যে আয় হার অর্জিত হয় তাকে মেয়াদপূর্তিতে বন্ডের আয় হার বলে।

মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের আয় হার (YTM) নির্ণয়:

নিচের সূত্র প্রয়োগ করে Approximate YTM নির্ণয় করা যায়

সূত্র ৩:

$$\text{মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের সম্ভাব্য আয়ের হার} = \frac{I + \frac{MV - SV}{n}}{M + SV}$$

এখানে,

- I = বার্ষিক সুদের পরিমাণ
 MV = বন্ডের লিখিত মূল্য
 SV = বন্ডের বিক্রয় মূল্য
 n = মেয়াদকাল

উদাহরণ ৩: ১নং উদাহরণে ডিবিএচ কোম্পানির ক্ষেত্রে পদ্ধতি অনুসারে মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের আয় হার কত (YTM)?

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: আমরা জানি, YTM} &= I + \frac{MV - SV}{\frac{n}{M + SV}} \\ &= ১২০ + \frac{১০০০ - ৮০০}{\frac{১০}{১০০০ + ৮০০}} = \frac{১২০ + ২০}{১০০} \\ &= ০.১৫৫৫ = ১৫.৫৫\% \end{aligned}$$

২. ইন্ড টু কল: কোন বন্ড যদি মেয়াদপূর্তির পূর্বেই ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তলব করা হয় তাহলে ঐ বন্ড হতে অর্জিত আয়ের হারকে ইন্ড টু কল বলে।

সূত্র ৪:

$$YTC = 1 + \frac{CP - SV}{\frac{n}{\frac{CP + SV}{2}}}$$

এখানে,

- I = বার্ষিক সুদের পরিমাণ
 CP = তলব মূল্য
 SV = বন্ডের বাজার মূল্য বা বিক্রয় মূল্য
 n = তলব পর্যন্ত মেয়াদকাল

উদাহরণ ৪: সম্প্রতি একটি ব্যাংক লিমিটেড ১০ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যু করেছে যার লিখিত মূল্য ছিল ১০০০ টাকা এবং কুপন রেট বার্ষিক ১০%। বন্ডটি ৪ বছর পর ১০৬০ টাকা মূল্যে তলব করা হতে পারে। বন্ডের বর্তমান বাজার মূল্য ১১০০ টাকা। বন্ডের ইন্ড টু কল কত?

সমাধান: আমরা জানি,

$$\text{ইন্ড টু কল (গেটস্ট)} = 1 + \frac{CP - SV}{\frac{n}{\frac{CP + SV}{2}}}$$

এখানে,

- কুপন রেট = ১০%
 তলব পর্যন্ত মেয়াদকাল (n) = ৪ বছর
 বন্ডের লিখিত মূল্য (MV) = ১০০০ টাকা
 বার্ষিক সুদের পরিমাণ (I) = ১০০০ × ১০% = ১০০ টাকা
 বন্ডের বর্তমান বাজার মূল্য = ১১০০
 বন্ডের তলব মূল্য (CP) = ১০৬০ টাকা
 অতএব, বন্ডের ইন্ড টু কল (YTC) = কত?

সূত্রের মান বসিয়ে,

$$YTC = 100 + \frac{1060 - 1100}{\frac{4}{\frac{1060 + 1100}{2}}}$$

$$= \frac{90}{1080} = 0.0833 = 8.33\%$$

স্টকের ধারণা (Concept of Stock)

শেয়ার হল কোম্পানির মূলধনের অংশ। কোম্পানি শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন তহবিল জোগাড় করে। শেয়ার এবং স্টকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শেয়ার প্রতিটির আংশিক মূল্য সমান। কিন্তু স্টকের ক্ষেত্রে প্রতিটি এককে সমপরিমাণ মূল্যের হতে

হবে এমন নয়। স্টককে সুবিধা অনুযায়ী পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা মূল্যের স্টকে রূপান্তর করা যেতে পারে। পূর্বে যার দশ টাকা মূল্যের একশটি শেয়ার ছিল এখন তাকে পাঁচ টাকা মূল্যের দুইশটি এবং বিশ টাকা মূল্যের পঞ্চাশটি স্টক বরাদ্দ করা যেতে পারে। স্টক গ্রহীতা যে কোনো পরিমাণ স্টক হস্তান্তর করতে পারে। তবে শেয়ারকে স্টকে পরিণত করা যায়।

সাধারণ শেয়ার

সাধারণ শেয়ার মালিকই হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিক। এরা অর্জিত মুনাফা থেকে লভ্যাংশ পায়। সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **মালিকানা:** যিনি সাধারণ শেয়ার ক্রয় করবেন তিনি কোম্পানির প্রকৃত মালিক হবেন। তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করে মালিকানা পরিবর্তন করা যায়। বাংলাদেশে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং টিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ এ দু'টি শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনা বেচা করে মালিক পরিবর্তন করা যায়।
২. **আঙ্কিক মূল্য:** আঙ্কিক মূল্য বলতে শেয়ারের গায়ে লিখিত মূল্যকে বুঝায়। প্রতিটি শেয়ারের একটি নির্দিষ্ট লিখিত মূল্য থাকে।
৩. **ভোটদানের অধিকার:** শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শেয়ার প্রতি একটি করে ভোট প্রদান করতে পারেন। ভোটের মাধ্যমে কোম্পানির সাধারণ সভায় পরিচালক নির্বাচন করতে পারেন। প্রতিটি শেয়ারের জন্য একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে।
৪. **লভ্যাংশ:** নিট আয়ের একটি অংশ শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বন্টন করা হয়। লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির পরিচালক পর্যদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। পর্যদ লভ্যাংশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলে পাবে অন্যথায় পাবেনা। তবে একবার ঘোষণা দেওয়া হলে তা বাধ্যতামূলক ভাবে দিতে হয়।
৫. **সীমাবদ্ধ দায়:** শেয়ারহোল্ডারদের দায় তাদের শেয়ার প্রতি বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোম্পানির দায় দ্বারা প্রভাবিত হবে না।
৬. **মেয়াদ:** সাধারণ শেয়ারের নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ থাকে না। যতদিন কোম্পানির অস্তিত্ব থাকবে শেয়ারহোল্ডারগণ ততদিন ঐ কোম্পানির মালিক থাকবেন।

সাধারণ স্টকের বাজার

শেয়ারবাজারের মাধ্যমে একটি কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করে থাকে।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করার প্রতিষ্ঠানকে স্টক এক্সচেঞ্জ বলা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ নামক প্রতিষ্ঠান সাধারণ জনগণ বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোম্পানিকে তহবিল সংগ্রহ করতে সাহায্য করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের একটি প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে। যেমন:


১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
 ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
- দুটি স্টক এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন কোম্পানির সাধারণ শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চর এবং বন্ড ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।


অগ্রাধিকার স্টক

যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ ও মূলধন প্রত্যাবর্তনে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের তুলনায় কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। অগ্রাধিকার শেয়ারকে হাইব্রীড সিকিউরিটি বলা হয়। কারণ এ ধরনের শেয়ারের মধ্যে ইকুইটি এবং ঋণ উভয় ধরনের মূলধনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ারের মত মালিকানা নির্দেশ করে। অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় এবং নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। মেয়াদ শেষে অগ্রাধিকার শেয়ার

মূলধনের অর্থ ফেরত দেওয়া যায় আবার সাধারণ শেয়ারে পরিবর্তন করা যায়। শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়ার পর সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বর্তমানে অধিকাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার সংযোগ দেয়া হয়। তবে এখানে যে শর্তে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বন্ড এবং স্টকের মধ্যে তুলনা কর ও তাদের মূল্য নির্ধারণ করে তুমি তোমার শিখন কার্য ঝালাই করে নাও।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ :
<p>দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলতে ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে বুঝায়। বন্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল যা বিক্রি করে কোম্পানি তহবিল সংগ্রহ করে। বন্ডহোল্ডাররা হচ্ছে কোম্পানির পাওনাদার। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণই হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিক। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে নির্দিষ্ট অংশের মালিক বলা হয়। যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ ও মূলধন প্রত্যাবর্তনে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে সাধারণ শেয়ার ও বন্ড উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার কারণে অগ্রাধিকার শেয়ারকে হাইব্রীড সিকিউরিটি বলা হয়।</p>	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কোনটি?

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ক. শেয়ার বিক্রয় | খ. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ |
| গ. ব্যবসায় ঋণ | ঘ. ক্রেতা হতে অগ্রিম |

২। দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের মেয়াদ কত?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. ১ হতে ২ বছর | খ. ৫ বছরের উর্ধ্ব |
| গ. ৪ থেকে ৫ বছর | ঘ. ৩ হতে ৪ বছর |

৩। কোন শেয়ারের মালিকগণের অবশেষ অংশের মালিকানাতে কি বলা হয়।

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| ক. বোনাস শেয়ার | খ. অগ্রাধিকার শেয়ার |
| গ. সাধারণ শেয়ার | ঘ. ক্রম সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার |

৪। নিচের কোন আর্থিক সিকিউরিটিজের উপর বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়?

- | | |
|------------------|----------------------|
| ক. সাধারণ শেয়ার | খ. ডিবেঞ্চর |
| গ. কুপন বন্ড | ঘ. অগ্রাধিকার শেয়ার |

৫। একটি কোম্পানির প্রকৃত মালিক কে?

- | | |
|-------------------|------------------|
| ক. পাওনাদার | খ. বন্ডহোল্ডার |
| গ. ঋণপত্রের মালিক | ঘ. শেয়ারহোল্ডার |

৬। সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কী বলা হয়?

- | | |
|------------------|----------------------|
| ক. ট্রেজারি বিল | খ. ট্রেজারি বন্ড |
| গ. কর্পোরেট বন্ড | ঘ. মিউনিসিপ্যাল বন্ড |

৭। কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কী বলা হয়?

ক. মিউনিসিপ্যাল বন্ড

খ. ট্রেজারি বন্ড

গ. কর্পোরেট বন্ড

ঘ. ট্রেজারি বিল

৮। BSEC এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Bangladesh Security Exchange Commission

খ. Securities and Exchange Commission

গ. Bangladesh Exchange Commission

ঘ. Bangladesh Securities and Exchange Commission

৯। যে বাজারে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে কী বলে?

ক. আন্তর্জাতিক বাজার

খ. মুদ্রা বাজার

গ. প্রাথমিক বাজার

ঘ. অর্থ বাজার

১০। দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করা হয় কেন?

ক. বেতন প্রদানের জন্য

খ. দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য

গ. বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য

ঘ. অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য

পাঠ-৬.২

বাংলাদেশের শেয়ার বাজার (Share Market of Bangladesh)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের শেয়ার বাজার ও স্পর্শকাতর বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্পর্শকাতর বিষয়সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ণায়ক সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



বাংলাদেশের শেয়ার বাজার এবং স্পর্শকাতর বিষয় (Share Market of Bangladesh and Sensitive Matters)


শেয়ার বাজারে বিদ্যমান শেয়ারগুলো কেনা-বেচা করা হয়। অন্যান্য বাজারে যেমন জিনিস পত্রের দমন উঠানামা করে তেমনিভাবে শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম উঠানামা করে। বাংলাদেশে শেয়ারবাজারের সমস্যাসমূহ হলো:


১. **বিনিয়োগ পরিবেশ :** বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৭% কিন্তু সে অনুযায়ী বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে এবং বৃহদায়তন শিল্প কারখানাও গড়ে উঠছে না। বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার পরিবেশ না পাওয়ায় শেয়ারবাজার বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ সেভাবে পাচ্ছে না।
২. **তালিকাভুক্ত কোম্পানি :** বাংলাদেশের দুটি শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে মাত্র ৫৫০-এর উপরে তালিকাভুক্ত কোম্পানি রয়েছে। ফলে শেয়ার ক্রেতাদের চাহিদা বাড়লেই কোনো কারণ ছাড়াই বাজারে বিদ্যমান শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে। আবার বিক্রয় বাড়লেই কোনো কারণ ছাড়াই বাজারে বিদ্যমান শেয়ারের দাম কমতে থাকে।
৩. **ফটকাবাজদের দৌরাড্য:** আমাদের শেয়ার বাজারের অসাধু ফটকাবাজ শেয়ার ব্যবসায়ীরা অসচেতন ও নিরীহ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির কারণ হয়ে যায়।
৪. **নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা :** আমাদের দেশে BSEC (Bangladesh Securities and Exchange Commission) শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সদক্ষতার কারণে দু'বার শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে।
৫. **আর্থিক বিবরণীতে অসত্য তথ্য উপস্থাপন:** বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির আর্থিক বিবরণী হতে বিভিন্ন তথ্য; যেমন- শেয়ার প্রতি আয়, নিট সম্পদের মূল্য বা পরিমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর্থিক বিবরণীতে অসত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ণায়ক (Determinants of Investment Decision)

শেয়ার বাজারে প্রতিনিয়ত শেয়ারের দাম উঠানামা করে। তাই শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের পূর্বে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস), ব্যবসার ধরন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা, নিট সম্পদসমূহ (এনএভি) অন্যান্য আর্থিক তথ্যাদি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি ঐ শিল্প অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান সংগ্রহ করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রয়োজনে বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই গুজবের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য থেকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ণায়কসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **মোট মুনাফার অনুপাত:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট হিসাব কালের মোট মুনাফাকে বিক্রয় দিয়ে ভাগ করলে মোট মুনাফার হার পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ টাকা বিক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোট লাভের পরিমাণ এ অনুপাত হতে জানা যায়। মোট মুনাফার অধিক হার ক্রয় ও উৎপাদন বিভাগের দক্ষতা এবং কম হার অদক্ষতা প্রকাশ করে।
২. **নিট মুনাফার অনুপাত:** একটি নির্দিষ্ট হিসাব বর্ষের নিট মুনাফাকে বিক্রয় দিয়ে ভাগ করলে নিট লাভের অনুপাত পাওয়া যায়। এ অনুপাত বিক্রয়ের উপর নিট লাভের শতকরা হার নির্দেশ করে। নিট মুনাফার হার বিগত বছরের তুলনায় বেশি হলে তা সন্তোষজনক অবস্থা প্রকাশ করে।
৩. **শেয়ার প্রতি আয়:** বিনিয়োগের জন্য শেয়ার প্রতি আয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। শেয়ার প্রতি আয় বলতে প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে যে পরিমাণ আয় হয় তাকে বুঝায়। এটিকে কোম্পানির সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
৪. **শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ:** নীট লভ্যাংশকে ইস্যুকৃত সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ পাওয়া যায়। শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ বৃদ্ধি পেলে শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগকারী শেয়ার কেনার সময় এ বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করবেন।
৫. **ব্যবসায়ের ধরন:** শেয়ার কেনার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের ধরন ও উৎপাদিত পণ্য, ভোক্তা ও বাজার বিবেচনা করতে হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি কত বছর যাবৎ ব্যবসায় পরিচালনা করছে তাও বিবেচনা করা উচিত।
৬. **কোম্পানির ব্যবস্থাপনা:** কোম্পানির পরিচালকদের সুনাম রয়েছে কিনা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যে সকল কোম্পানি দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে উত্তম আর্থিক অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয় সেসকল কোম্পানির শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।
৭. **শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ:** মোট সম্পত্তি থেকে বহির্দায়সমূহ বাদ দিলে নিট সম্পদ পাওয়া যায়। নিট সম্পদকে সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে এই অনুপাত নির্ণয় করা হয়। শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ যত বেশি হবে সেসব কোম্পানিতে বিনিয়োগ তত লাভজনক হবে।
৮. **প্রাইজ আর্নিং অনুপাত:** শেয়ার প্রতি বাজার মূল্যকে শেয়ার প্রতি আয় দ্বারা ভাগ করে প্রাইজ আর্নিং অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এই অনুপাতের মান যত বেশি হবে বিনিয়োগকারীদের আস্থা তত বেশি হবে। যখন বাজার চাপা থাকে তখন সাধারণত প্রাইস আর্নিং অনুপাত উচ্চ থাকে, আর মন্দা হলে এটাও কম থাকে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	শেয়ার বাজারের স্পর্শকাতর বিষয় সমূহ বিশ্লেষণ কর এবং সেই সাথে বিনিয়োগের নির্ণয়ক সমূহের প্রভাব কি তা তুমি জিহ্বিত করে তুমি তোমার শিখন কার্য ঝালাই করে নাও।
---	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ :
শেয়ারবাজার মূলধন সংগ্রহের বাজার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা থাকে শেয়ারবাজার যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য ও জুয়াড়িদের কারণে দেশে কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে এবং বৃহদায়তন শিল্প কারখানাও গড়ে উঠছে না। আমাদের দেশে BSEC (Bangladesh Securities and Exchange Commission) শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনেক অদক্ষ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে চরম উদাসীন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের স্পর্শকাতর বিষয়?

ক) কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশ

খ) প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ

গ) শেয়ার বিক্রয়

ঘ) ক্রেতা হতে অগ্রিম

২। যে বাজারে শুধুমাত্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার লেনদেন হয় তাকে কী বলে?

- ক) প্রাথমিক বাজার
খ) মাধ্যমিক বাজার
গ) বন্ড বাজার
ঘ) অর্থ বাজার

৩। নিচের কোনটি বাংলাদেশে শেয়ারবাজারের সমস্যা:

- ক) ফটকাবাজারের দৌরাত্ম্য
খ) কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশের অভাব
গ) বিনিয়োগ মানসিকতার অভাব
ঘ) উপরের সবগুলো সঠিক।

৪। নিচের কোনটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ণায়ক:

- ক) শেয়ার প্রতি আয়
খ) শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ
গ) শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ
ঘ) উপরের সবগুলো সঠিক।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কী?
২. বন্ড কী?
৩. ট্রেজারি বন্ড কী?
৪. কর্পোরেট বন্ড কী?
৫. আয় বন্ড কী?
৬. জামানতযুক্ত বন্ড কী?
৭. জিরো কুপন বন্ড কী?
৮. পরিবর্তনশীল সুদযুক্ত বন্ড কী?
৯. পুট বন্ড কী?
১০. রূপান্তরযোগ্য বন্ড কী?
১১. বন্ডের মূল্য বা বর্তমান মূল্য কী?
১২. বন্ড হতে প্রাপ্তি কী?
১৩. মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের আয় হার কী?
১৪. ইন্ড টু কল কী?
১৫. বন্ডের বাজার কী?
১৬. স্টক কী?
১৭. অগ্রাধিকার স্টক কী?
১৮. সাধারণ শেয়ার কী?
১৯. কল প্রিমিয়াম কী?
২০. কুপন সুদের হার কী?
২১. বর্তমান বা চলতি ইন্ড কী?
২২. বন্ডের অবহার বা বাট্টা কী?
২৩. বন্ডের প্রিমিয়াম কী?
২৪. প্রয়োজনীয় আয়ের হার কী?
২৫. শংকর বা হাইব্রীড সিকিউরিটি কী?

২৬. কোম্পানির সর্বশেষ দাবিদার কে?
২৭. প্রাইস আর্নিংস অনুপাত কী?
২৮. প্রাথমিক বাজার কী?
২৯. সেকেন্ডারী বাজার কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. সরকারি বন্ডে কোন ঝুঁকি থাকে না? ব্যাখ্যা করুন।
২. কোন ধরনের বন্ড ক্রয় করে মেয়াদ শেষে কোম্পানির মালিক হওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন।
৩. মূল্যায়ন মডেলের সাহায্যে কীভাবে একজন বিনিয়োগকারী বন্ড ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? ব্যাখ্যা করুন।
৪. কোন শেয়ারের মধ্যে সাধারণ শেয়ার ও বন্ডের বৈশিষ্ট্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
৫. সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ হচ্ছে অবশেষ অংশের মালিক - ব্যাখ্যা করুন।
৬. জিরো কুপন বন্ডে বিনিয়োগ হতে আয় পাওয়া যায় - ব্যাখ্যা করুন।
৯. অগ্রাধিকার শেয়ারকে কেন হাইব্রীড বা শংকর জাতীয় সিকিউরিটি বলা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
১০. মেয়াদপূর্তিতে আয়ের হার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
১১. তলব সময় পর্যন্ত আয়ের হার কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
১৩. জিরো কুপন বন্ডের মূল্য কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
১৪. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. জনাব ইসলাম একটি ব্যাংক এর ব্যবস্থাপক। তিনি তিনটি কোম্পানির বন্ডে বিনিয়োগ করতে চান। উক্ত বন্ড সমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

- i. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর ১০ বছর মেয়াদি বন্ড যার লিখিত মূল্য ১০০০ টাকা। কুপন রেট ১২%। ৩ বছর পর বন্ডটি ১০৪০ টাকা মূল্যে তলব করা হতে পারে। বন্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য ১০৮৫ টাকা।
- ii. সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এর ১২%, ১০ বছর মেয়াদি বন্ড যার বর্তমান বাজার মূল্য ৯৭৫ টাকা এবং লিখিত মূল্য ১০০০ টাকা।
- iii. ডিবিএইচ কোম্পানির ৯%, ৫ বছর মেয়াদি বন্ড যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২০০ টাকা। লিখিত মূল্য ১০০০ টাকা।

জনাব ইসলাম বিনিয়োগ হতে মেয়াদপূর্তিতে সর্বোচ্চ আয়ের হার নিশ্চিত করতে চান।

করনীয়:

- ক. কুপন রেট কী?
- খ. বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার পরিবর্তনের ফলে এর অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর কী প্রভাব পড়বে?
- গ. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর বন্ডের ইন্ড টু কল নির্ণয় করুন।
- ঘ. জনাব ইসলামের সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড ও ডিবিএইচ কোম্পানির বন্ডের মধ্যে কোনটিতে বিনিয়োগ করা উচিত? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

২. জনাব আল গাফফার বিবিএ পড়াশুনার পাশাপাশি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছেন। তিনি যে দু'টি কোম্পানির বন্ড ক্রয় করেছেন তার বিবরণ হলো:

১. ইসলাম এন্ড সন্স লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড যার বাজার মূল্য ১০৮০ টাকা। অবিহিত মূল্য ১০০০ টাকা। কুপন রেট ১০%। মেয়াদকাল ১০ বছর।
২. শামীম লিমিটেড এর ৬ বছর মেয়াদি জিরো কুপন বন্ড যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪০০ টাকা। মেয়াদপূর্তি মূল্য ১০০০ টাকা।

করনীয়:

ক. বন্ধকী বন্ড কী?

খ. বন্ডের অন্তর্নিহিত মূল্যের সাহায্যে কীভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।

গ. ইসলাম এন্ড সঙ্গ লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের বর্তমান আয়ের হার নির্ণয় করুন।

ঘ. জনাব আল গাফফার এর কোন কোম্পানির বন্ড হতে মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার বেশি হবে? ব্যাখ্যা করুন।

৩. জনাব রায়হান গত বছর এমন এক ধরনের বন্ডে বিনিয়োগ করেছেন যেখান থেকে আজীবন নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যাবে। তিনি আরও একটি কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করতে চান। কোহিনুর লিমিটেড বাজারে ৫ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যু করেছিল যার অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা এবং কুপন সুদের হার ১২%। বাজার মূল্য ৮৫০ টাকা। তাছাড়া ফারুক লিমিটেড ১০ বছর মেয়াদি জিরো কুপন বড় ইস্যু করেছে যার অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা এবং বাজার মূল্য ৪০০ টাকা। জনাব রায়হানের প্রত্যাশিত আয়ের হার ১৪%।

করনীয়:

ক. ইন্ড টু কল কী?

খ. শেয়ার প্রতি আয় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ণায়নক - ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপক জনাব রায়হান যে ধরনের বন্ডে বিনিয়োগ করেছেন তার মূল্য কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

ঘ. জনাব রায়হানের কোন বন্ডে বিনিয়োগ করা উচিত তা বিশ্লেষণ করুন।

৪. জনাব মশরাফি ডরিন পাওয়ার লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত ১০ বছর মেয়াদি জিরো কুপন ক্রয় করতে ইচ্ছুক। বন্ডের অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা। মশরাফির প্রয়োজনীয় আয়ের হার ১০। জনাব মশরাফির বন্ধু জনাব শাকিব বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তিনি নিচের যে কোন একটি কোম্পানির বন্ড ক্রয় করতে পারেন।

১. তিতাস কোম্পানি লিমিটেড ১০ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যু করেছে। কুপন রেট ১০% এবং অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা। বাজার মূল্য ১১০০ টাকা।

২. বেঙ্গলমকো লিমিটেড চিরস্থায়ী বন্ড ইস্যু করেছে। কুপন রেট ৯% এবং অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা। বাজার মূল্য ৮০০ টাকা। জনাব শাকিবের প্রয়োজনীয় আয়ের হার ১০%।

করনীয়:

ক. পরিবর্তনশীল সুদযুক্ত বন্ড কী?

খ. বন্ডের চলতি ইন্ড ও বাজার মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

গ. জনাব মশরাফির সর্বোচ্চ কত টাকা দিয়ে বন্ডটি ক্রয় করা উচিত?

ঘ. জনাব শাকিবের কোন কোম্পানির বন্ড ক্রয় করা উচিত? বিশ্লেষণ করুন।

৫. জনাব মিজান তার ২৫টি বন্ড বিক্রয় করে ১২% সুদে সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী জামানতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চলতি বন্ডের অভিহিত মূল্য ছিল ২৫০০ টাকা। বাৎসরিক সুদের পরিমাণ ১২%, মেয়াদ ১২ বছর। বন্ড গুলো তিনি প্রতিটি ২৮০০ টাকা বিক্রয় করেন।

ক. জিরো কুপন বন্ড কী?

খ. ইন্ড টু কল (YTC) বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের উল্লেখিত বন্ড গুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বন্ড গুলোর মেয়াদ পূর্তিতে আয় হারের ভিত্তিতে জনাব মিজানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করুন।

**উত্তরমালা**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঙ
	৬. ক	৭. গ	৮. ঘ	৯. গ	১০. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. ঘ	